বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি অধ্যাদেশ, ২০২৬

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু বীমা খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে বীমা পেশাজীবীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা, গবেষণা ও প্রকাশনা, সম্মাননা প্রদান এবং বীমা পেশার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী বীমা শিক্ষা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ করা হইলো:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি অধ্যাদেশ, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) **"একাডেমি"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি;

(খ) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) **"পরিচালক"** অর্থ বোর্ডের কোনো পরিচালক;

(ঘ) **"প্রবিধান"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) **"বোর্ড"** অর্থ একাডেমির পরিচালনা বোর্ড; এবং

(চ) **"মহাপরিচালক"** অর্থ একাডেমির মহাপরিচালক।

৩। **একাডেমি প্রতিষ্ঠা।-** (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে-সঙ্গে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি' নামে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) একাডেমি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। প্রধান কার্যালয় ও শাখা।- (১) একাডেমির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) একাডেমি প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। একাডেমি পরিচালনা ও প্রশাসন।- একাডেমি পরিচালনা ও প্রশাসন ইহার পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং একাডেমি যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্মসম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। পরিচালনা বোর্ড।- (১) বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত হইবে যথা-

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর সচিব, পদাধিকার বলে যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন), পদাধিকারবলে;

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর বীমা অনুবিভাগে কর্মরত অতিরিক্ত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঘ) জীবন বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;
(চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত বীমা সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন অধ্যাপক;
(ছ) বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞ ১(এক) জন প্রতিনিধি; এবং
(জ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা-১ এর দফা 'চ' ও 'ছ' নং ক্রমিক-এ উল্লিখিত পরিচালকগণ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্বপদে বহাল থাকিবেন এবং অনধিক ১ (এক) মেয়াদে পুন:নিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(৩) সরকার, কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, যে কোনো সময় উপ-ধারা-১ এর দফা 'চ' ও 'ছ' এ উল্লিখিত যে কোনো পরিচালক কে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৭। বোর্ডের সভা।- (১) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক বোর্ডের সভা আহূত হইবে।

(৩) সভায় কোরামের জন্য অন্যূন ৪ (চার) জন পরিচালকের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৪) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত পরিচালকগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন পরিচালক সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালকের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন পরিচালকের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এইরূপ কোন বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট পরিচালক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৬) কেবল কোন পরিচালক পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) প্রতি তিন মাসে বোর্ডের ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৮। একাডেমির কার্যাবলি।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একাডেমির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) বীমা বিষয়ে পেশাগত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;
(খ) সকল সরকারি বীমা কর্পোরেশন বা বেসরকারি বীমাকারীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ফাউন্ডেশন কোর্স পরিচালনা;
(গ) বীমা ও বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
(ঘ) বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বীমা বিষয়ক কোর্স পরিচালনা;
(ঙ) বীমা বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;
(চ) দেশি-বিদেশি বীমা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান ও বীমা বিশেষজ্ঞগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন;
(ছ) বিদেশি বীমা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত বীমা বিষয়ক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;
(জ) বীমা বিষয়ক বিদেশি পেশাগত কোর্সে অংশগ্রহণের বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক সহযোগিতা প্রদান, কোর্স ম্যাটেরিয়াল সরবরাহ এবং কাউন্সিলিং সুবিধা প্রদান;
(ঝ) বীমা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পাদনা ও প্রকাশ করা;
(ঞ) দেশি-বিদেশি বীমা প্রতিষ্ঠান হইতে এক্রিডিটেশন গ্রহণ; এবং
(ট) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কার্য সম্পাদন।

৯। মহাপরিচালক।-(১) একাডেমির একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক একাডেমির সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কমকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন;

(খ) বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(গ) প্রবিধানমালার বিধান সাপেক্ষে, একাডেমির কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা কার্যকর করিবেন;

(ঘ) একাডেমির প্রশাসন পরিচালনা করিবেন;

(ঙ) এ অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক একাডেমির অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। কর্মচারী নিয়োগ।-(১) একাডেমি উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) একাডেমির কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১১। কমিটি গঠন।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কমিটির গঠন, দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১২। তহবিল।- (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি তহবিল নামে একাডেমির একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রদত্ত অর্থ জমা হইবে, যথা-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার এবং অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাধারণ ও বিশেষ ঋণ;

(গ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা ঋণ;

(ছ) একাডেমি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ফি, একাডেমির প্রশিক্ষণ সেবা, গবেষণা ও পরামর্শ এবং প্রকাশনা হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) একাডেমির নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ঝ) সরকারি/বেসকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঞ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ বা জমাকৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত মুনাফা, সুদ বা আয়; এবং

(ট) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করিতে হইবে।

(৫) সরকারের প্রচলিত নিয়ম-নীতি বা বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে একাডেমির কার্যাবলী সম্পাদন এবং মহাপরিচালক ও একাডেমির কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও সম্মানীসহ আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা-এই ধারায় উল্লিখিত 'তপশিলি ব্যাংক অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.127 of 1972) এর Article (2)-তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank.

১৩। বাজেট।- একাডেমি, প্রত্যেক অর্থ বৎসর, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থবছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে একাডেমির কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৪। প্রতিবেদন।- (১) একাডেমি প্রত্যেক অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, একাডেমির নিকট হইতে, যে কোনো সময়, একাডেমির যে কোনো বিষয়ের উপর রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান, তথ্য, প্রতিবেদন বা দলিল সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং একাডেমি উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৫। হিসাব ও নিরীক্ষা।- (১) একাডেমি যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রত্যেক বৎসর একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও একাডেমির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণে একাডেমি উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ফাইনান্সিয়াল কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা ব্যাংকের হিসাব নিরীক্ষা করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই অধ্যাদেশের অধীন স্থাপিত ব্যাংক ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৮) এ সংজ্ঞায়িত "জনস্বার্থ সংস্থা" হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা ২ ও ৩ এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট একাডেমির সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কোনো পরিচালক, মহাপরিচালক বা একাডেমির যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৬। ক্ষমতা অর্পণ।- (১) বোর্ড, বিশেষ বা সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীনে, কোনো সদস্য, মহাপরিচালক, কমিটি বা একাডেমির যে কোনো কর্মচারীকে উহার যে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক, উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা ব্যতীত, প্রয়োজনবোধে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, একাডেমির যে কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৭। জনসেবক।- মহাপরিচালক এবং একাডেমির কর্মচারীগণ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর Section 21 এ "Public Servant" (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে "Public Servant" (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- বোর্ড, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেট বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ২৯শে নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তৎকালীন বাণিজ্য ও বৈদেশিক ব্যবসা মন্ত্রণালয়ের সভার রেজুলেশন নং ১(৭)/৭৩-আই এন এস-ii, এতদ্বারা রহিত করা হইল এবং উক্ত রেজুলেশনের অধীনে গঠিত বোর্ড অব গভর্নরস, অতঃপর বিলুপ্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত করা হইল।

(২) উক্তরূপ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিলুপ্ত বোর্ড কর্তৃক কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা জারিকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন বা প্রবিধান এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত, গৃহীত, জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত বোর্ডের-

(ক) স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল একাডেমির নিকট হস্তান্তরিত এবং উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি একাডেমির ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা একাডেমির বিরুদ্ধে বা একাডেমি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদানুযায়ী উহা নিষ্পত্তি হইবে; এবং

(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, একাডেমি কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে নিয়োজিত থাকিবেন ।

২১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**- (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) মূল পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মূল পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(ইফতেখাইরুল করিম)
উপসচিব (বীমা)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
সদস্য সচিব, অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটি

(ছানিয়া আক্তার)
যুগ্মসচিব (বীমা অধিশাখা)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
সদস্য, অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটি

(ফরিদা ইয়াসমিন)
যুগ্মসচিব (আইন)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
সদস্য, অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটি

(এস. এম শাফায়েত হোসেন)
যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ও
সদস্য, অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটি

(মোহাম্মদ খালেদ হোসেন)
নির্বাহী পরিচালক-যুগ্মসচিব (আইন)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
ও
সদস্য, অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটি

(মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী)
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি
ও
সদস্য, অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটি

(মোঃ সাঈদ কুতুব)
অতিরিক্ত সচিব (বীমা ও পুঁজিবাজার অনুবিভাগ)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ও
আহবায়ক, অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটি